দৈনিক জনকণ্ঠ

২৬/১০/২০০০

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

বিএনপি সমর্থকরা চায় পিজির পুনর্প্রতিষ্ঠা

বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল পরিস্থিতি অস্থির ॥ অপমানিত ভিসি আসেন না শিক্ষা চিকিৎসা থমকে আছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছে। কর্মচারীদের হাতে অপমানিত উপাচার্য দু'সপ্তাহ ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সরকারী কর্মচারীরা আন্দোলন করছে পিজি হাসপাতাল পুনর্প্রতিষ্ঠার জন্য। প্রকাশ্যে না এলেও বিএনপিপন্থী ডাক্তারদের মদদ রয়েছে এর পিছনে। বিপরীত দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসকদের একটা বড় অংশ বলেছে. বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্বের ওপর যে কোন হুমকি তারা প্রতিরোধ করবে। সব মিলিয়ে আগামী দিনগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাসপাতালের পরিস্থিতি আরও অস্থির হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

(১১-পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল

(১২-এর পাতার পর)

দেশের একমাত্র এই মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন আর নিয়মনীতি বলতে এখন কিছু অবশিষ্ট নেই। গত ১০ অক্টোবর কর্মচারীদের কাছে নিজের কক্ষে অপমানিত হয়ে উপাচার্য অধ্যাপক মাহমুদ হাসান সেই যে চলে গেছেন, আর আসেননি। দুই প্রো-ভিসির অবস্থাও একই রকম। এঁদের একজন এ সময়ে ক্যাম্পাসে এলেও প্রো-ভিসির কক্ষে বসেননি একবারও। আর একজন যে কখন আসেন কখন যান, জানে না কেউই। প্রধান তিন ব্যক্তির এহেন দুরবস্থার প্রভাব পড়েছে অন্য অধ্যাপক ও সিনিয়র কর্মকর্তাদের মধ্যেও। স্নাতকোত্তর মেডিক্যাল শিক্ষা এখন একরকম থমকে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন কোর্সের কারিকুলাম নিয়ে দেখা দিয়েছে এক জটিল অচলাবস্থা। অস্থির পরিস্থিতির প্রভাব দেখা যাচ্ছে হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থাতেও। বিভিন্ন বিভাগের প্রধান এবং সিনিয়র প্রফেসরদের অনেকেই এখন নিয়মিত অনুপস্থিত থাকছেন। ...এর কনসেপ্টের আমরা বিরোধিতা করি না। কিন্তু তাই বলে পিজি হাসপাতালকে বন্ধ করে কেন?' এসব বিষয়ে তাঁরা আজ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করবেন বলেও জানান। সরকারী কর্মচারীদের এই আন্দোলনের বিষয়ে ড্যাব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী চিকিৎসকদের সমর্থন রয়েছে বলেও জানা গেছে।

এসবের বিপরীতে চিকিৎসকদের একটা বড় অংশ ইতোমধ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছেন প্রতিরোধ আন্দোলনের। বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি ডাঃ আবদুল আজিজ জনকণ্ঠকে বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্বের ওপর কোন সরকারী বা বেসরকারী হুমকি এলে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে তা প্রতিহত করব। একই ধরনের বক্তব্য পাওয়া গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের এক নেতার কাছ থেকে। তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সকলের কাছেই দুটি অপশন ছিল। আমরা যাঁরা সরকারী চাকরি ছেড়ে এসেছি তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মধ্যে আছি। আর ওরা আছে সরকারের স্বাস্থ্য অধিদফতরের অধীনে। তাই আমাদের এখানকার কোন নিয়োগ কিংবা পদোন্নতি নিয়ে তো ওদের মাথা ঘামানোর কোন কারণ দেখি না।' অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'সরকার যদি বিশ্ববিদ্যালয়কে এ জায়গা থেকে সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে ক্ষেত্রে আমাদের আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু আন্দোলনের নামে এখন যা চলছে, তা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এ অরাজকতা অনতিবিলম্বে বন্ধ না হলে আমরাও প্রতিরোধ কর্মসূচী দেব। তখন পুরো বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাসপাতালে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে তার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক অধ্যাপকের মতে, পরিস্থিতি বর্তমানে জটিল সেই সঙ্কটের দিকেই ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে। সরকার অনতিবিলম্বে এ বিষয়ে চিকিৎসক সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতে পারলে, পরিস্থিতি দ্রুতই চলে যাবে নিয়ন্ত্রণের বাইরে।